|  |
| --- |
| **অধ্যায়-৫****স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ** |

**১.০ ভূমিকা**

স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের আওতাভুক্ত কার্যক্রমের মধ্যে শিশুদের স্বাস্থ্যসেবা প্রদান অন্যতম। এ বিভাগের আওতাভুক্ত স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অধীনে ২৯টি জেলা হাসপাতাল, ৩১টি জেনারেল হাসপাতাল, ১৮টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ২২টি বিশেষায়িত/স্নাতকোত্তর ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল এবং ৪২৩টি উপজেলা স্বাস্হ্য কমপ্লেক্স এবং অন্যান্য স্বাস্হ্য প্রতিষ্ঠান রয়েছে। পরিচালন বাজেটের অর্থায়নে দেশব্যাপী সরকারি হাসপাতাল এবং স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হয়ে থাকে। এ সব হাসপাতালের নিয়মিত কার্যক্রমের মধ্যে শিশুদের স্বাস্থ্যসেবা প্রদান একটি অন্যতম কাজ। প্রায় সকল হাসপাতালেই নবজাতক এবং শিশুদের জন্য নির্ধারিত ওয়ার্ড বা বিশেষ ইউনিট রয়েছে। শিশুদের সংক্রামক রোগ মোকাবেলার জন্য বিশেষায়িত বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে স্বাস্হ্যসেবা বিভাগ নিয়মিত অনুদান প্রদান করে থাকে। হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা ছাড়াও এ বিভাগের অধীনস্হ অন্যান্য অধিদপ্তর/প্রকৌশল সংস্হা শিশুদের স্বাস্থ্যসেবার জন্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

**২.০ জাতীয় নীতি কৌশলের আলোকে শিশুদের উন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ:**

স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের উন্নয়ন কার্যক্রম মূলত: সেক্টরভিত্তিক কর্মসূচি। বর্তমানে ১৯টি অপারেশনাল প্লান ও ৩১টি প্রকল্পের মাধ্যমে উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের সাথে সংশ্লিষ্ট জাতীয় নীতি-কৌশলসমূহ এবং কার্যক্রম সংক্ষেপে নিম্নে বর্ণনা করা হলঃ

| **জাতীয় নীতি/কৌশল ও বিবরণ** | **গৃহীত কার্যক্রমসমূহ** |
| --- | --- |
| **জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি, ২০১১:**২০১১ সালে প্রণীত জাতীয় স্বাস্থ্য নীতির মূল উদ্দেশ্য হল সবার জন্য মৌলিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা। এ নীতিতে স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তিকে অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। সকল নাগরিকের মৌলিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের অন্যতম সাংবিধানিক দায়িত্ব। | * পুষ্টিহীনতার মাত্রা কমানো, বিশেষ করে শিশু ও মাতৃত্বকালীন পুষ্টিহীনতা কমানো;
* শিশু ও মাতৃমৃত্যু হার কমানো;
* শিশু ও মাতৃ স্বাস্থ্যের উন্নয়নের লক্ষ্যে গ্রাম পর্যায়ে নিরাপদ শিশু প্রসবের অবকাঠামো স্থাপন;
* মানসিক ও শারীরিক প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য স্বাস্থ্যসেবার সুযোগ সম্প্রসারণ;
* প্রয়োজনীয় মৌলিক স্বাস্থ্যসেবা সকলের দোরগোড়ায় পৌঁছানোর লক্ষ্যে কমিউনিটি ক্লিনিকসমূহেও প্রাথমিক স্বাস্হ্য পরিচর্যা প্রদান;
* সকল উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা ও চিকিৎসা সেবা পৌঁছানো।
 |
| **জাতীয় পুষ্টি নীতি ২০১৫:**২০১৫ সালে প্রণীত জাতীয় পুষ্টি নীতির মূল উদ্দেশ্য হল জনগণের উন্নততর পুষ্টি, বিশেষ করে সুবিধাবঞ্চিত জনগণের পুষ্টির উন্নয়নের মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা। | * সকল জনগণের পুষ্টি পরিস্থিতির উন্নয়ন, বিশেষ করে শিশু, কিশোর-কিশোরী, গর্ভবতী ও ল্যাকটেটিং মায়েদের পুষ্টির উন্নয়ন;
* সবার জন্য বিভিন্ন ধরনের পর্যাপ্ত খাদ্য নিশ্চিত করা এবং স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাসকে উৎসাহিত করা;
* পুষ্টি পরিস্থিতির উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কার্যক্রম গ্রহণ;
* পুষ্টি নিশ্চিতকরণের জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/ বিভাগ ও সংস্থার কাজের সমন্বয় সাধন;
* দেশব্যপী পুষ্টি সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ২০১৮ সাল থেকে নিয়মিতভাবে জাতীয় পুষ্টি সপ্তাহ পালন করা হচ্ছে। জাতীয় পুষ্টি সপ্তাহ-২০১৯ এর প্রতিপাদ্য- “খাদ্যের কথা ভাবলে, পুষ্টির কথাও ভাবুন”।
 |
| **৪র্থ স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা এবং পুষ্টি সেক্টর কর্মসূচি (4র্থ এইচপিএনএসপি ২০১৭-২২):** ৪র্থ এইচপিএনএসপি’র মূল উদ্দেশ্য হল বর্তমানে যে সকল নাগরিক স্বাস্থ্য ও পুষ্টিসেবা প্রাপ্তিতে পিছিয়ে আছে বিশেষ করে শিশু, কিশোর-কিশোরী এবং শহর ও গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সেবার আওতায় নিয়ে আসা। এর আওতায় স্বাস্থ্য খাতে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ফোরামে সরকারের দেয়া প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হবে। কর্মসূচিটি জাতিসংঘ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) এবং ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। | * সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচিতে নতুন ৩টি টিকা সংযোজন;
* কর্মক্ষমতা, দক্ষতা এবং জবাবদিহিতা বৃদ্ধির জন্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের প্রয়োজনীয় পুনর্বিন্যাস;
* মাঠ পর্যায়ে প্রদত্ত সেবার বৃহত্তর প্রায়োগিক সমন্বয় এবং একটি কার্যকর রেফারেল ব্যবস্থাসহ অত্যাবশ্যকীয় সেবা প্যাকেজ (ইএসপি) হালনাগাদকরণ ও বাস্তবায়ন;
* দরিদ্র, বয়স্ক, দুর্গম এলাকায় বসবাসকারী, বিশেষ প্রয়োজনসম্পন্ন ব্যক্তি এবং পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর মৌলিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার জন্য বেসরকারি খাত এবং স্থানীয় জনসাধারণের সঙ্গে সংযোগ ও অংশীদারিত্ব স্থাপনে নতুন পদক্ষেপ গ্রহণ;
* অলটারনেটিভ মেডিকেল কেয়ারের মাধ্যমে শিশুদের স্বাস্হ্যসেবা প্রদান;
* একটি ‘স্বাস্থ্য জনশক্তি কৌশল এবং কর্ম পরিকল্পনা’ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করাসহ স্বাস্থ্যসেবার মানোন্নয়নের প্রতি গুরুত্ব প্রদান;
* জনস্বাস্থ্যের উপর অধিক গুরুত্ব প্রদান, প্রতিরোধমূলক ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবায় বর্ধিত বিনিয়োগ এবং স্থানীয় জনগণের বর্ধিত অংশগ্রহণ সুদৃঢ় করা;
* জনস্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত আন্তঃখাত কার্যক্রম গ্রহণ এবং স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপন রীতি ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে অসংক্রামক রোগের চাপ প্রতিরোধ;
* বিদ্যমান, নতুন ও পুনরাবির্ভূত সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব মোকাবেলা;
* পরিবীক্ষণ, তথ্য-উপাত্তের মান এবং তথ্য ব্যবস্থাপনা শক্তিশালী করার জন্য নতুন প্রযুক্তি গ্রহণ;
* স্বাস্থ্য খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি, চাহিদা-ব্যবস্থাপনার উপর গুরুত্ব প্রদান, দক্ষতা বৃদ্ধি এবং স্বাস্থ্য খাতে পর্যাপ্ত অর্থায়নের উপযোগিতা তুলে ধরা।
 |
| **টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDGs):**টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDGs) বাস্তবায়নের লক্ষ্যে Mapping মোতাবেক স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ১২টি Targets-এর মোট ২৩টি Indicators (এসডিজি-৩ এর ২১টি ও এসডিজি-২ এর ২টি Indicators) বাস্তবায়নে Lead Ministry এবং এসডিজি-৪ এর ১টি Target-এর ১টি Indicator বাস্তবায়নে Co-Lead Ministry হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত। এর মধ্যে ২১টি Indicators স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ সংশ্লিষ্ট। এছাড়াও স্বাস্থ্য খাতের অন্যান্য Indicators বাস্তবায়নে এ বিভাগ কো-লীড ও সহযোগী হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে। | * স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাতের সফলতার ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় জানুয়ারি ২০১৭ থেকে জুন ২০২২ মেয়াদে চতুর্থ সেক্টর কর্মসূচি, “স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা এবং পুষ্টি সেক্টর কর্মসূচি (৪র্থ এইচপিএনএসপি)” বাস্তবায়ন করছে;
* এসডিজি’র ৩নং অভীষ্ট অর্থাৎ ২০৩০ সাল নাগাদ ৫-বছরের নীচে শিশু মৃত্যুর হার (U5MR) প্রতি হাজার জীবিত জন্মে ২৫-এর নীচে নামিয়ে আনা এবং নবজাতকের মৃত্যু হার (NMR) প্রতি হাজার জীবিত জন্মে ১২-এর নীচে নামিয়ে আনার লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে;
* ৪র্থ সেক্টর প্রোগ্রাম মোট ২৯টি অপারেশনাল প্ল্যানের (ওপি) মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে, যার মধ্যে ১৯টি স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের আওতাভুক্ত। ওপিসমূহের মধ্যে ন্যাশনাল নিউট্রিশন সার্ভিসেস, ম্যাটারনাল, নিওনেটাল, চাইল্ড এন্ড এডোলেসেন্ট হেলথ (এমএনসিএইচ), কমিউনিটি বেজড হেলথ কেয়ার (সিবিএইচসি), লাইফ স্টাইল এন্ড হেলথ এডুকেশন এন্ড প্রমোশন (এলএইচইপি), হসপিটাল সার্ভিসেস ম্যানেজমেন্ট (এইচএসএম), ফিজিক্যাল ফ্যাসিলিটিজ ডেভেলপমেন্ট (পিএফডি) ওপি’র আওতায় শিশু স্বাস্থ্য উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান, অবকাঠামো সৃষ্টিসহ সচেতনতা সৃষ্টি, প্রশিক্ষণ প্রদান, ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে;
* স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন বিনিয়োগ প্রকল্পের মাধ্যমে মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, নার্সিং ইনস্টিটিউট স্থাপিত হচ্ছে। এ সকল হাসপাতালে শিশুদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসার সুযোগ সৃষ্টি হবে, যা এসডিজি’র লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।
 |

**৩.০ শিশু বাজেট বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিগত তিন বছরের অর্জন**

* ১টি জাতীয় নবজাতক কৌশলপত্র তৈরী করা হয়েছে। প্রণীত কৌশলপত্রের আলোকে কর্মপরিকল্পনা তৈরী করে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে;
* বিভিন্ন মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এবং জেনারেল/জেলা হাসপাতালে ৫৪টি Special Care Newborn Units (SCANU) স্থাপন করার মাধ্যমে নবজাতকের চিকিৎসা সেবা প্রদান;
* Emergency Triage Assessment and Treatment (ETAT) কার্যক্রমের অধীনে ৬০ জন ডাক্তার ও ৮৭২ জন নার্সকে প্রশিক্ষণ প্রদান;
* Helping Babies Breathe (HBB) initiative-এর উপর ৫৬টি ব্যাচে মোট ১,১১৫ জন ডাক্তারকে প্রশিক্ষণ প্রদান;
* ২০১৪ সালে দেশব্যাপী ৯ মাস থেকে ১৫ বছর বয়সী ৫.৩০ কোটি শিশুকে হাম-রুবেলা (MR) টিকা প্রদান;
* কিশোরীদের জরায়ু ক্যান্সার রোধে HPV টিকা সংযোজন এবং গাজীপুরে পাইলটিং সম্পন্ন;
* জাপানিজ এনকেফালাইটিজ (JE) প্রতিরোধে সার্ভিলেন্স কার্যক্রম শুরু এবং ২০১৭ সালে এ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান;
* ইপিআই সংক্রান্ত তথ্য DHIS-2 (District Health Information System-2) এ সংযোজন এবং ইপিআই ট্র্যাকার সংযোজন;
* বিভিন্ন ধরনের টিকার গুনগত মান অক্ষুন্ন রাখার জন্য Long Range Vaccine Carrier and Chilled Icepack সংযোজন;
* টিকা আইন ২০১৮, জাতীয় টিকা নীতি, Urban immunization strategy হালনাগাদকরণের কার্যক্রম চলছে;
* Polio preparedness and outbreak response plan and Polio transition plan অনুমোদন;
* জন্মের সময় শিশুদের নাভিতে ৭.১% chlorhexidine-এর ব্যবহারের সম্প্রসারণ;
* প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সরবরাহ ও প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে ধাত্রী সেবা প্রদানকারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি;
* নতুন ৩টি টিকা যথা- Hib, MR এবং PCV ও IPV সংযোজনের মাধ্যমে টিকাদান কর্মসূচি সম্প্রসারণ ও জোরদারকরণ;
* সকল উপজেলা ও জেলা হাসপাতালে সমন্বিত শিশু চিকিৎসা (Integrated Management of Childhood Illness-IMCI) এবং পুষ্টি কর্ণারের মাধ্যমে ৫ বছরের কম বয়সী শিশুদের মানসম্মত সেবা প্রদান;
* বয়ঃসন্ধি স্বাস্থ্য সম্পর্কে শিক্ষক, কিশোর-কিশোরী এবং সেবাদাতাদের প্রশিক্ষণ প্রদান;
* জেলা এবং সিটি কর্পোরেশনগুলোতে Adolescent Friendly Health Services (AFHS) প্রতিষ্ঠা;
* ‘ক্ষুদে ডাক্তার’ কর্মসূচি প্রচলনের মাধ্যমে বিদ্যালয়ে শিশুদের মধ্যে সুস্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি;
* দেশের ৫৫টি উপজেলায় ‘ডিমান্ড সাইড ফাইনান্সিং’ কার্যক্রমের আওতায় মোট ৬৯,০৪৫ জন দরিদ্র মায়ের নিরাপদ প্রসব নিশ্চিতকরণ;
* শিশুদের পানিতে ডুবে যাওয়া প্রতিরোধে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য কমিউনিটি পর্যায়ে প্রচার কার্যক্রম জোরদার;
* বাড়িতে স্বাভাবিক প্রসবে সহায়তার জন্য Community Based Skilled Birth Attendant (CSBA) দেরকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান;
* বয়ঃসন্ধিকাল থেকে মাতৃ ও প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে সারাদেশে স্কুলস্বাস্থ্য কর্মসূচির মোট ১,৮০০টি স্কুলে বিস্তৃতকরণ;
* সকল সরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, জেনারেল/জেলা হাসপাতাল, উপজেলা হাসপাতাল এবং মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রে (MCWCs) জরুরী ভিত্তিতে মা ও শিশু স্বাস্থ্যসেবা প্রদান;
* অলটারনেটিভ মেডিকেল কেয়ার অপারেশনাল প্ল্যানের মাধ্যমে ইউনানী, আয়ুর্বেদিক ও হোমিওপ্যাথিক ঔষধ দ্বারা শিশুদের স্বাস্হ্য সেবা প্রদান;

**৪.০ স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের বাজেটে শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ**

(বিলিয়ন টাকা)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **বিবরণ** | **বাজেট** **2020-21** | **বাজেট** **2019-20** | **প্রকৃত****2018-19** |
| বিভাগের মোট বাজেট |  | 199.45 |  |
| পরিচালন বাজেট |  | 100.08 |  |
| উন্নয়ন বাজেট |  | 99.37 |  |
| বিভাগের বাজেটে শিশু সংশ্লিষ্ট অংশের বাজেট |  | 94.20 |  |
| পরিচালন বাজেট |  | 47.27 |  |
| উন্নয়ন বাজেট |  | 46.93 |  |
| জাতীয় বাজেট |  | **5,232** |  |
| জিডিপি |  | 28,859 |  |
| সরকারের মোট বাজেট (জিডিপি’র শতকরা হার) |  | 18.13 |  |
| বিভাগের বাজেট (জিডিপি’র শতকরা হার) |  | 0.69 |  |
| বিভাগের বাজেট (জাতীয় বাজেটের শতকরা হার) |  | 3.81 |  |
| বিভাগের বাজেটে শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (জিডিপি’র শতকরা হার) |  | 0.33 |  |
| বিভাগের বাজেটে শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (জাতীয় বাজেটের শতকরা হার) |  | 1.80 |  |
| বিভাগের বাজেটে শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (বিভাগের মোট বাজেটের শতকরা হার) |  | **47.23** |  |

**সূত্রঃ অর্থ বিভাগ**

স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের দায়িত্ব হচ্ছে শিশুসহ দেশের সকল জনগণের সুস্বাস্হ্য নিশ্চিত করা। এ বিভাগের মোট ব্যয়ের ৪৭.২৩ শতাংশ শিশুদের কল্যাণে নিবেদিত। বিভাগটি অধিদপ্তর ও মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়গুলোর মাধ্যমে পরিচালন বাজেটের আওতায় দেশব্যাপী হাসপাতাল এবং স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে। এসব হাসপাতাল তাদের নৈমিত্তিক কর্মকান্ডের অংশ হিসাবে শিশুদেরও স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করে। প্রায় সকল হাসপাতালেই নবজাতক এবং শিশুদের জন্য নির্ধারিত ওয়ার্ড বা বিশেষ ইউনিট রয়েছে। বাজেটে হাসপাতালের ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার ব্যয় স্পষ্টভাবে চিহ্নিত থাকলেও নবজাতক এবং শিশুদের জন্য বিশেষ ওয়ার্ড ও ইউনিটগুলোর ব্যয় পৃথকভাবে নির্ধারণ করা যায় না। সুতরাং, এই বিভাগের শিশু-কেন্দ্রিক ব্যয় ৪৭.২৩ শতাংশ দেখানো হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে তা আরো বেশি হবে।

**৫.০ কেস স্টাডি/উত্তম চর্চা**

|  |
| --- |
| **শিশুর স্বাস্হ্য পরিচর্যায় IMCI** শিশু মৃত্যু রোধে ১৯৯৫ সালে বাংলাদেশে সমন্বিত শিশু চিকিৎসা কার্যক্রমকে মূল কৌশল হিসাবে গ্রহণ করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ৪র্থ সেক্টর প্রোগ্রামে MNC&AH অপারেশনাল প্ল্যানের আওতাধীন এনএনএইচপি এন্ড আইএমসিআই প্রোগ্রাম নবজাতক ও ০-৫৯ মাস বয়সের মধ্যে সংঘটিত শিশু মৃত্যু হ্রাসকরণের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন লক্ষমাত্রা (৫ বছরের শিশু মৃত্যু ২০৩০ সাল নাগাদ ২৫/ ১০০০ জন জীবিত জন্মে) অর্জনে কাজ করে চলেছে। ২০১৮ সালে সারা দেশে সমন্বিত শিশু চিকিৎসা কর্ণারসমূহে প্রায় ৭৫,১১,৬১০ জন শিশুকে (অনুর্দ্ধ ৫ বছর) সেবা প্রদান করা হয়েছে। এই চিকিৎসা পদ্ধতির মূল বৈশিষ্ট্য হলো এটি একেবারে জনগণের দোড়গোড়ায় এবং এই চিকিৎসার জন্য খরচ অত্যন্ত কম। **মাহির সুস্হতা- পরিবারে স্বস্তিঃ**মাহির বয়স ৪ বছর ৬মাস। তার বাবা মনির ও মায়ের নাম জুঁই। বগুড়ার শেরপুর উপজেলার শান্তিনগরে বাস করেন মনির ও জুঁই পরিবার। তাদের ২ সন্তানের মধ্যে মাহি ছোট। প্রানবন্ত মেয়ে মাহি সারা দিন দুষ্টুমি করেই সময় কাটায়।Description: C:\Users\Chapala Razario\Desktop\IMG_20190415_142015.jpgসপ্তাহ খানেক আগে মাহির হালকা ঠান্ডা লাগে। ওর মা ভেবেছিলো হালকা ঠান্ডা এমনিতেই সেরে উঠবে। কিন্তু দুই দিন পর থেকে ঠান্ডা বেড়ে গেল এবং সাথে ১০২০-১০৩0 ফারেনহাইট জ্বর। বাড়ির পাশের ফার্মেসী থেকে ঔষধ কিনে খাওয়ানো শুরু করলো জুঁই। এভাবে ২/৩ দিন চলার পর তারা লক্ষ্য করলো মাহির জ্বর কমছে না, তাছাড়া শ্বাসকষ্ট শুরু হয়েছে এবং সাথে কাশি। রাতে কাশি বেড়ে যায় এবং নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হয়। জুঁইয়ের মায়ের পরামর্শে ১৫ এপ্রিল ২০১৯ মাহিকে শেরপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান জুঁই। সেখানে আইএমসিআই কর্নারে কর্মরত উপ-সহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার মোঃ নজরুল ইসলাম মাহিকে পরীক্ষা করেন। মাহি ঘনঘন শ্বাস নিচ্ছিলো, তিনি হৃদস্পন্দন পরীক্ষা করেন, হৃদস্পন্দনের হার প্রতি মিনিটে ৫০ বার। তবে লক্ষ্য করেন রোগীর বুক তেমনভাবে ডেবে যায়নি। তিনি থার্মোমিটারের সাহায্যে জ্বর পরিমাপ করেন, মাহির শরীরের তাপমাত্রা তখন ১০১০ ছিলো। শারীরিক ভাবে শিশুটির অপুষ্টির লক্ষণ বিদ্যমান ছিলো। মোঃ নজরুল ইসলাম রোগীর দ্রুত শ্বাস-নিউমোনিয়া সনাক্ত করেন। তিনি দ্রুত রোগীর নেবুলাইজেশন শুরু করেন, প্রেসক্রিপশন করে দেন এবং সে অনুযায়ী ঔষধ খাওয়ানোর জন্য বলেন এবং অপুষ্টির জন্য সুষম খাদ্যসবজি ও ফলমূল খাওয়ানোর পরামর্শ দেন। মাহিকে দুই দিন পর পুনরায় ফলোআপের জন্য নিয়ে আসতে বলেন। জুঁই বাড়িতে গিয়ে প্রেসক্রিপশন অনুসরণ করে নেবুলাইজেশন করান এবং ঔষধ খাওয়ান। দুই দিন নিয়মিত ঔষধ খাওয়ানোয় রোগী স্বাভাবিক হতে শুরু করে। মাহিকে নিয়ে ১৭ এপ্রিল ২০১৯ পুনরায় উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আইএমসিআই কর্ণারে নিয়ে আসেন তার মা। সেখানে মোঃ নজরুল ইসলাম পুনরায় পরীক্ষা করে মাহির শারীরিক অবস্থার উন্নতি লক্ষ্য করেন। তিনি আগের মতো ঔষধ চালিয়ে যেতে বলেন এবং পাঁচ দিন পর আবারো ফলোআপে আসতে বলেন। তদানুসারে জুঁই তার মেয়েকে নিয়ে ৫ দিন পর হাসপাতালের আইএমসিআই কর্নারে আসেন এবং এসময় নজরুল লক্ষ্য করেন মাহি পুরোপুরি সুস্থ্য। তিনি মাহিকে এক ডোজ কৃমিনাশক, আয়রন ও ভিটামিন ট্যাবলেট খাওয়ানোর পরামর্শ দেন। পরিশেষে জুঁইকে সঠিক সময়ে চিকিৎসা নেয়া এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা সম্পর্কে সচেতনতার জন্য কাউন্সেলিং করেন।সাব এসিস্ট্যান্ট কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার মোঃ নজরুল ইসলাম ২০০৫ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে এমএনসিএন্ডএএইচ অপারেশনাল প্লানের আওতাধীন আইএমসিআই প্রোগ্রাম পরিচালিত ১১ দিনের আইএমসিআই প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। যা ৫ বছরের নীচের শিশুদের মৃত্যুর হার কমানোর ক্ষেত্রে তাকে প্রতিরোধযোগ্য এবং চিকিৎসাযোগ্য রোগ নির্ণয়ে সাহায্য করে। |

**৬.০ শিশু কেন্দ্রিক বাজেট বাস্তবায়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের চ্যালেঞ্জসমূহ**

* স্বাস্হ্যসেবা গ্রহীতাদের সচেতনতা ও যথাযথ শিক্ষার অভাব;
* যথাযথভাবে বছরভিত্তিক কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তা সঠিকভাবে বাস্তবায়ন;
* পুষ্টি কার্যক্রমের অপ্রতুলতা এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সমন্বয়হীনতা;
* স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রসমূহে সেবা প্রদানকারীদের শূন্য পদ দ্রুত পূরণ;
* যথাসময়ে অর্থ ছাড়, বিশেষত: ইপিআই কার্যক্রম পরিচালনার জন্য এককালীন অর্থ ছাড়।

৭.০ শিশু কেন্দ্রিক উন্নয়নের পরিকল্পনা

| **পরিকল্পনার মেয়াদ** | **পরিকল্পনার আলোকে গৃহীতব্য কার্যক্রম** |
| --- | --- |
| **স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের শিশুকেন্দ্রিক উন্নয়নের উল্লেখযোগ্য পরিকল্পনাসমূহ** | * সার্বক্ষণিক Basic Emergency Obstetric Care (BEmOC) এবং Comprehensive Emergency Obstetric Care (CEmOC) সেবা প্রদানের মাধ্যমে মাতৃ ও নবজাতক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান;
* হালনাগাদকৃত ও ৪র্থ এইচপিএনএসপিতে অন্তর্ভুক্ত ‘অত্যাবশ্যকীয় সেবা প্যাকেজ (ইএসপি)’ অনুযায়ী শিশুদের সেবা প্রদান;
* ডায়রিয়া, শ্বাস-প্রশ্বাসজনিত রোগ, হাম, ম্যালেরিয়া, ইত্যাদির চিকিৎসা প্রদান;
* অপুষ্টির জন্য শিশুদের নিয়মিত চিকিৎসা প্রদান;
* ১ বছরের নীচের শিশুদের প্রতিটি টিকার হার জাতীয় পর্যায়ে কমপক্ষে ৯৫% এবং প্রতিটি জেলায় কমপক্ষে ৯০% এ উন্নীত করা এবং তা বজায় রাখার মাধ্যমে টিকা-দান কার্যক্রম সম্প্রসারণ এবং ন্যায্যতা নিশ্চিত করা;
* ৫ ডোজ টিটি টিকার হার জাতীয় পর্যায়ে কমপক্ষে ৮০% এবং প্রতিটি জেলায় কমপক্ষে ৭৫% এ উন্নীত করা;
* পোলিও রোগ নির্মূল অবস্থা বজায় রাখা;
* ২০১৮ সালের মধ্যে জাতীয় পর্যায়ে হাম ও রুবেলা টিকার হার ৯৫%-এ উন্নীত করে হাম ও রুবেলা দূরীকরণ পর্যায়ে উন্নীত হওয়া এবং কনজেনিটাল রুবেলা সিন্ড্রোম (সিআরএস) নিয়ন্ত্রণ করা;
* দুর্গম এলাকায় ও পিছিয়ে থাকা অঞ্চলে, বিশেষত: সিলেট এবং চটগ্রামে, এসেন্সিয়াল নিউবর্ন এন্ড চাইল্ড হেলথ সার্ভিস নিশ্চিত করা;
* নবজাতকের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম, যেমন- জরুরী নবজাতক সেবা, নবজাতকদের শ্বাস-প্রশ্বাসজনিত সেবা (এইচবিবি), ক্যাঙ্গারু মাদার কেয়ার (কেএমসি), কম্প্রিহেন্সিভ নিউবর্ন কেয়ার প্যাকেজ (সিএনসিপি) ও স্পেশাল কেয়ার নিউবর্ন ইউনিট (স্ক্যানু)/নিউবর্ন স্ক্রিনিং ইউনিট (এনএসইউ) ইত্যাদি বাস্তবায়ন;
* পুষ্টি সম্পর্কিত শিক্ষা প্রদান এবং অনুপুষ্টি-কণা সম্পূরণ;
* শিশুদের জন্য নিরাপদ ও অত্যাবশ্যকীয় ঔষধ বিতরণ নিশ্চিত করা;
* আচরণ পরিবর্তনের জন্য যোগাযোগের (BCC) মাধ্যমে এবং তথ্য, শিক্ষা ও উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম পরিচালনার ফলে সুস্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপন রীতি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা;
* স্বল্প ওজনের নবজাতক পরিচর্যার জন্য ২০২২ সালের মধ্যে আরও ১০০টি ক্যাঙ্গারু মাদার কেয়ার কর্ণার প্রতিষ্ঠা;
* সকল পর্যায়ের IMCI কর্ণারসমূহের উন্নয়ন ও চিকিৎসা প্রদান অব্যহত রাখা;
* মুমূর্ষু নবজাতকের চিকিৎসায় ২০২২ সালের মধ্যে দেশের অবশিষ্ট ১৭টি জেলায় SCANU প্রতিষ্ঠা;
* ম্যালেরিয়া নির্মূল, এটিডি কন্ট্রোল, কালাজ্বর নির্মূল, জুনোটিক ডিজিজেস কন্ট্রোল এবং এআরসি, ভাইরাল হেপাটাইটিজ ও ডাইরিয়াল ডিজিজ নিয়ন্ত্রণের জন্য কমিউনিকেবল ডিজিজ কন্ট্রোল অপারেশনাল প্ল্যান থেকে শতকরা ১০ ভাগ অর্থ ব্যয় করা।
 |

**৮.০ উপসংহার**

**একমাত্র সুস্থ শিশুই এনে দিতে পারে একটি সুন্দর আগামী। শিশুদের জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ও সুস্থ-সুন্দর পরিবেশ। সুস্থ-সুন্দর পরিবেশের মধ্যে শিশুদের গড়ে তোলার জন্য সঠিক পরিকল্পনা ও এর বাস্তবায়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ প্রতিবন্ধী শিশুদেরও একটি সুস্থ স্বাভাবিক জীবন নিশ্চিত করার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। দেশের প্রতিটি শিশু যাতে বাংলাদেশের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে পারে সে লক্ষ্যে স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের নিরলস প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।**